দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 18 JAN 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

53

শিক্ষাঙ্গন

পথকলি ট্রাস্ট ও বিদ্যালয়

বিগত সরকারের আমলে আটাশি থেকে নব্বই সনে ঢাকাসহ সমগ্র দেশের জেলা শহরগুলোতে শ্রমজীবী দরিদ্র শিশুদের লেখাপড়ার জন্য পথকলি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। সারা দেশের পথকলি বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, আর্থিক অনুদান প্রদান ইত্যাদির জন্য কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে পথকলি ট্রাস্ট স্থাপিত হয়। সে ট্রাস্টের সমগ্র কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে পত্র-পত্রিকা, রেডিও-টেলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমে ঢাকঢোল পিটিয়ে কোটি কোটি টাকার তহবিল সংগ্রহ করা হয়। অনেক ধনাঢ্য, শিক্ষানুরাগী ও দানশীল ব্যক্তি পথকলি ট্রাস্টে সে টাকা দান করেন এবং তৎকালীন প্রেসিডেন্ট, ফার্স্ট লেডী ও মন্ত্রী তা গ্রহণ করেন। তখন ঘোষণা দেয়া হয়েছিল, প্রত্যেক জেলায় টোকাই ও শ্রমজীবী শিশুদেরকে তাঁদের জীবন গঠনোপযোগী নিম্নতম সাধারণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক দেয়া হবে। সে উদ্দেশ্যে প্রত্যেক জেলায় জেলা প্রশাসককে সভাপতি করে পথকলি বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয় এবং প্রত্যেক জেলা হেড্ কোয়ার্টারে একটি করে পথকলি বিদ্যালয় চালুও করা হয়।

পথকলি ট্রাস্টের ঘোষণা অনুযায়ী জেলার পথকলি বিদ্যালয়গুলোর ঘর নির্মাণ, শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের বেতনভাতা প্রদান এবং দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বই, পোশাক ইত্যাদি দেয়ার কথা।

আর যে সময় পথকলি ট্রাস্ট গঠন করা হয় তখন এর ঘোষণা ও কোটি কোটি টাকার তহবিল সংগ্রহের কথা তখনকার দিনের পত্র-পত্রিকার কপি খুললে সহজেই নজরে পড়বে এবং সচেতন ব্যক্তি মাত্রই তা স্মরণ করতে পারবেন।

স্বৈরাচারী সরকারের পতনের পর বর্তমান নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আশার পর পথকলি ট্রাস্ট থেকে একটি সার্কুলার দিয়ে পথকলি স্কুল জেলাগুলোকে চালিয়ে নেয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু, উক্ত সার্কুলার ব্যতীত গত এক বছর যাবৎ অন্য কোন নির্দেশ বা এ সম্পর্কিত কোন তথ্য পথকলি ট্রাস্ট হতে পাওয়া যায়নি। এদিকে, ট্রাস্টের নির্দেশে গত দু'বছর পূর্বে জেলায় জেলায় যে পথকলি বিদ্যালয় চালু হয়েছিল সেগুলোর শিক্ষক-শিক্ষিকারা বছরাধিককাল যাবৎ বেতন ভাতা না পেয়ে খুবই অর্থকষ্ট হতাশায় ভুগছেন তা বলাই বাহুল্য। কথা হচ্ছে, পথকলি ট্রাস্ট গঠনকালে যে বিরাট অংকের তহবিল গঠন করা হয়েছিল যদ্বারা কথা ছিল প্রত্যেক জেলায় পথকলি স্কুলের ঘর হবে, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন ভাতা দেয়া হবে, ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বই-শিক্ষা উপকরণ দেয়া হবে, সে তহবিলের টাকা কোথায় গেল? পথকলি ট্রাস্ট আছে কি নেই বা এর কার্যক্রম কি, জেলায় জেলায় স্থাপিত পথকলি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা কি করবেন— এ সম্বন্ধে ট্রাস্ট বা সরকারী কর্তৃপক্ষের আশু ঘোষণা একান্ত প্রয়োজন।

—সিরাজ হক

প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবী

আমরা ২০৫ খাতের প্রায় ৮ হাজার ৫শ' শিক্ষক প্রাথমিক স্কুলে কর্মরত আছি। আমরা আজ ৭ মাস বেতন পাচ্ছি না। দৈনিক ইনকিলাবসহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এই হতভাগা প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের করুণ অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া, প্রাথমিক স্কুলের মহা-পরিচালক, শিক্ষামন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী এমনকি প্রধান মন্ত্রীও এ বিষয়ে অবগত আছেন। কিন্তু এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। কথা ছিল ২০৫ খাতের শিক্ষকদের পর্যায়ক্রমে ১৩৭ খাতে আত্মীকরণ করা হবে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর হতে মাঝে মাঝে ১৩৭ খাতে শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে। অথচ ২০৫ খাতের প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। বিষয়টির প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—এ, সেলিম।